



The Depletion Of Resource In An Indicator Of A Dark Era For Future Generation

AMINUL ISLAM
B SC MATHEMATICS HONOURS
THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Abstract

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শৈশবের ও আগে মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে ছিল খুবই কম। তখন মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে শেসেনি। কাঁচা ফলমূল আর মাংস খেয়ে মারা বেঁচে থাকত নগ দেহে, তাদের প্রাকৃতিক চাহিদা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলে মানুষ জল, মাটি, খনি, অরন্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে নিজেদের নানা প্রয়োজন মেটাতে শিখল।

প্রাকৃতিক সম্পদ লোহা, কমি ইত্যাদি মানুষ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে লাগল। ফলস্বরূপ কোন কোন অঞ্চলে চাহিদার তুলনায় প্রবৃত্তিক সম্পদ হ্রাস পেল।

অন্যদিকে খনিজ উৎপাদন ও ব্যবহার, অতিরিক্ত বনচেদন প্রকৃতি কর্মের ফলে পরিবেশের অবনমন মটে স্মাকল। অপূরনীয় প্রাকৃতিক সম্পদগুলি অইভাবেই অত্যাধিক ব্যবহারের ফলে ভিবিষ্যতে নিঃ শেষ হয়ে যেতে পারে। 'মানবসভ্যতা এক-বিংশ শতকে এক কাহিনি সংকটের সম্মুক্তীন হবে এমনটা আশঙ্কা করা যায়।

Keyword : সম্পদ প্রাস, সম্পদ প্রাসের কারণ,

Rebounce Genesis, Limit to growth, Sustainable Development, Raw data collection & Analysis.

1 INTRODUCTION

বারবার ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর মায়িন গচ্ছিত সম্পদগুলির পরিমান সতে সম্পদের সীমিত ভাস্তুর নিঃশেষ জ কমে যায়। অতে অনেক -আশঙ্কা থাকে সাকে। অছাড়াও বারবার ব্যবহার করলে তন সময় সম্পদের গুনমানের ও জানি হয়। মানুষের জন্য; দ্বারা সম্পদের অর্থ গুন। গুন ও পরিমানের Resource Depletion ন অব , মানুষের নের ক্রমপ্রাসমান সবস্থাকে নামে আখ্যায়িত করা জন্ম।

বর্তমানে মানুষের কাছে সম্পদ মেশ শেষ হয়ে য মাওয়ার আশঙ্কা এক গভীর সমস্যা। সম্পদের অভাব কোন দেশের উন্নয়নকে বাধা দেয়। কিন্তু, সম্পদের অপরিমিত ব্যবঞ্চার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজেক্টকে অ এক অনিশ্চয়তা সুরক্ষা প্র প্রদান করে। সম্পদ মানুষকে দেখ সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা ও সেই সঙ্গে মর্যাদা। সুতরাং, সম্পদের ক্রমস্থাসমানতা নিয়ে মানুষ কতটা সতর্ক অবলম্বন করছে?

Zimmerman (1961) -সম্পদ হল পদার্শের সেই কাম্য শক্তি, সা মানুষের অভাবমোচন করো”

2 - literature review

সম্পদের ক্রমস্থাসমানতা কয়েক দশক ধরেই ক্রমবর্ধমানশীল। মা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রদায়ক অগ্রগতির প্রধান অন্তরাম হিসাবে গণ্য হবে।

2.1) Resource Depletion & Environmental Degradation

সম্পদ হ্রাসের ব্যাপারটা, শুধুমাত্র অপূরণীয় সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অতিব্যবহারে পুরনীয় সম্পদের ভান্ডারেও চনি অতি। হয়ে যাচ্ছে, পড়েছে। অতিকর্ষনে চাষজমি বন্ধ স মাছের সংখ্যা কমে গেছে (মৎস্য হে (১৯৭০ এর পরিনত সংগ্রহে মৎস্যচারনক্ষেত্রে অন্যজিত পরে), তনভূমি ভূমি গোচারনের গোচারনের ফলে মরুভূমিতে হচ্ছে, অতি বৃক্ষাহ্বেদনে বনভূমি ক্রমে আদৃশ্য বলয়ে। অনেক

পরিবেশের বিনাশের অন্তরায় সম্পদ ব্যবহারের ফলশ্রুতি হিসাবে পরিগণিত হয়। পরিবেশ স্বরূপ জীববৈচিত্র্য হ্রাস বেদার, পরিবেশকে তি দূষন তেল সুয়েব আমাত মানে। উল্লেখ্য বিষয় হল ও তার এবাটি রূপ। ফল ক্রেতাগত কীটনাশক সার পরিবেশের ব্যব। তোলবায়ু বদলাদে ব্যবহার বদলান্বোর আলোচনায় দুটি "ওজোন স্তরের শ্রতি" " গত বৃদ্ধি জীবকূলের জন্য এক অস্বত্ত্বিকর ও "গ্রিন হাউস এফেক্ট" তাপমাত্রার ক্রমাগত বাসস্থানের সং সংকেত।

2.1.A Resources are finite-

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নতির জোয়ার দেখা যায়। ফলে অপূরণশীল গান্ধি সম্পদের ভান্ডার ব্রহ্মণ হ্রাস পেতে আসে। সম্পদের আচরনের পরিমান এত বেশি হয় সে সোটি-আর পুরন করা সম্ভব হয় নি।

2.1. B) Inequalities in resource use-

সম্পদ হ্রাসের অন্যতম কারণ জিসাবে আনসমীক্ষায় দেখা গেছে সম্পদের অসম বণ্টন ও অতিরিক্ত ব্যবহার। মা আমাদের-ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সংকেত বহন করে।

2.1(c) wastage of resources-

মানুষের অদূরদর্শিতা, উপযুক্ত ব্যবদার, প্রযুক্তি ও সচেতনতার অভাব, সুনীতি, অশিক্ষা মৃত্যাদির জন্য সম্পদের অপচয় ঘটে। এছাড়াও অর্থনৈতিক অবস্থার তারতার জন্য সম্পা পদ নষ্ট হয়। 1 সম্পদের সঠিক ও পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার না জলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বে।

2.1.D) Resource crisis.

১৯০০ সালে প্রসিবীর মোট জনসংখ্যার পরিমান ছিল ১৬১ কেটি। ২০১৫ সালের হিসাব অনুসারে অনুসারে, এই সং ৭৩৫-৪৭ কোটি। এই ভোনবিষ্ফোরনের ফলে 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বিক হড়ে বৃষ্টিযোগ্য জন্মির সাটতি, সামাদের জাভাব, সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রিমি জুড়ে দেখা যাবে। বিশ্ব অন্যের তার

অর্থনৈতিক কার্যবলী

শিল্পোৎপাদন

বৃহিজাত পণ্যের উৎপাদন

শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া সেকে

হার ও ফাল

কৃমিকাড় থেকে ভূখন

চুম্বন মন হ্রাসের জন্য নীতি ও প্রযুক্তির অভাব

দুখন হ্রাসের সিমুক্তির

জন্য নীর নীতি অভাব

মোট চুমন

স্পদ হ্রাস

2.2) Limit to Growth:-

উৎপাদন বৃদ্ধিধূঁড় প্ল র সে দেশের আর্থ বিকাশের -একটি দেশের উৎ মূল স্তন্ত্রন্ত্র। সংস্কৃতি মতই উৎপাদনে সজায়র স্যামুক জোক না কেন, প্রযুক্তি সতত্ত্ব উন্নতিতে সক্ষম জোক না কেন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতীত তারা অর্থদীন। জনসংখ্যা অভাবনীয় বৃদ্ধি ফলস্বরূপ উৎপাদন সম্পাদ ক্রমহ্রাসমান।

Meadows নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

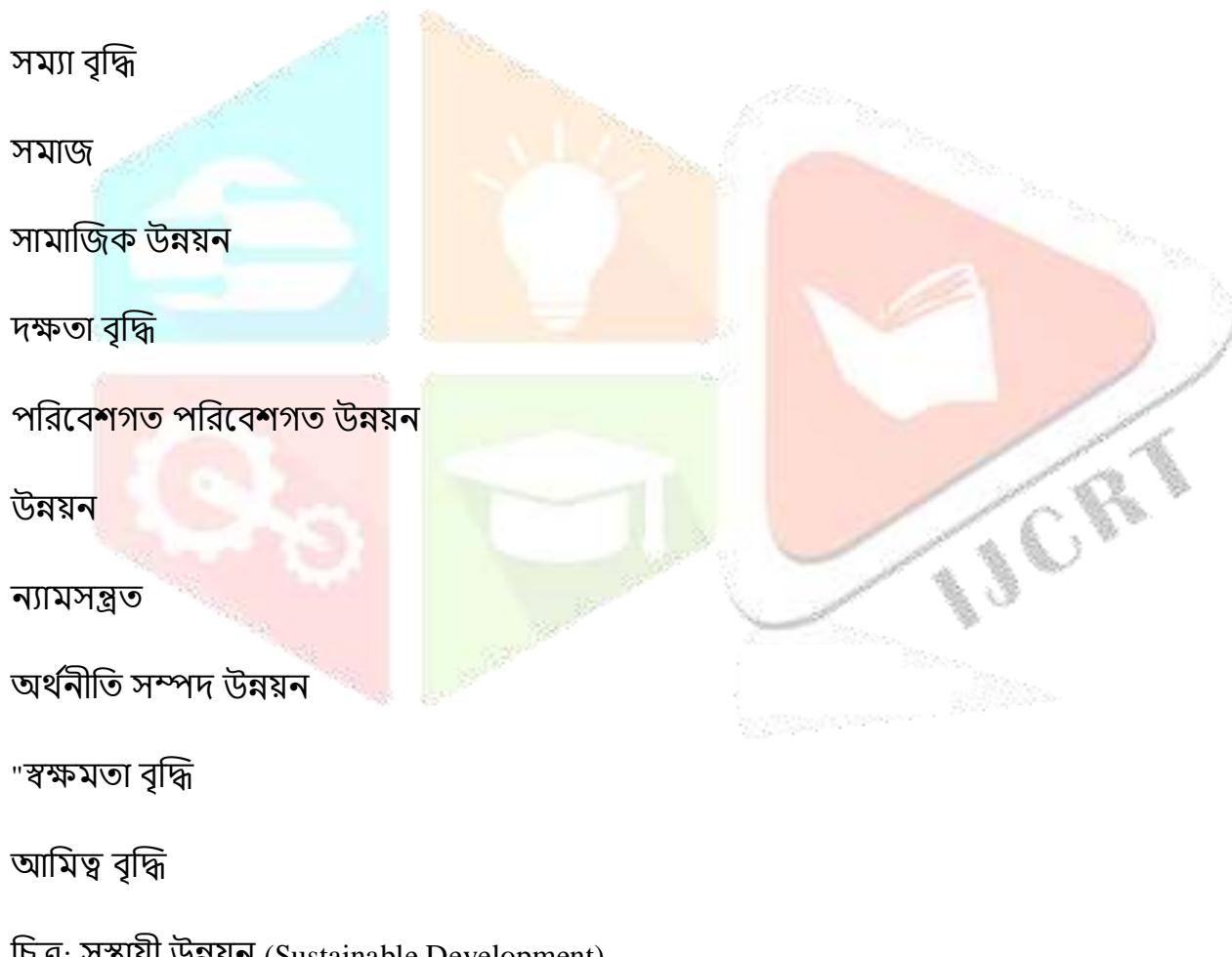
"The Club of Rome" পত্রিকায় "Limit to growth" প্রতিবেদনে

-বলেন-

একবিংশ কবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পৃথিবীর ব্যবস্থাকে বিলম্বের মুখে সেলে দেবে। মানব-এক মহাসংকেটের সম্মুখান সভ্যতা হবে।

2.3) Sustainable Development -

পাই Brundt-স্থিতিশীল উন্নয়ন মল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে বর্তমানে সম্পদের ব্যবস্তার। এই ধারনার পূর্ণ রূপ land Commission এর OUR COMMON FUTURE, 1980 সালে বসুন্ধরা সম্মিলনে আগ্নী উন্নয়নের Agenda-21 ২। কর্মসূচী "গৃহীত সমূহ মে প্রাকৃতিক সম্পদ গুলির প্রদান করে করলা, খনিজ তেল, অফুরন্ত বন্ত জোগান নয় সেগুলি হল-ক উপর ভিত্তি মু



3. Objective of the Study

সম্পদের ক্রমাগত স্নাগের কারনসমূহ-

সম্পদের লিতি ব্যবদার অব ক্ষতিকর প্রভাব-

সম্পদ হ্রাস ও পরিবেশের বিনাশ পাকুস্পারিক সম্পর্ক-

পরিবেশ দৃষ্টিনির্মাণ-

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মেডেগদের প্রতিবেদন-

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সম্পদের ব্যবদার এর তুলনা-

4. Hypothesis-

সমস্ত তথ্যবলী পর্যবেক্ষনের পর অনুমান করা মাছে যে-

নি তাহলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনে সাটতি তি দেখা যাবে। আমরা যদি সম্পদের ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রনে না আনি জনসংখ্যায় সম্পদের অভাব, সাদ্যভাব, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে সম্পদ ও ও খাদ্যের জোর বাগান বিশেষভাবে পাবে। এর ফলস্বরূপ পৃথিবীর অর্থনৈতিক দুর্বল দেশগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পূলিবীয় উন্নত দেশগুলির কারিগরি সিতায় এই সমস্যার বিচ্ছুটা হলেও নির্মূল খা সুতরাং মে সম্পদ মানুসের ব্যক্তিগত এবং আম্বাজিক করে, যে হ্রাস পাবে সবচেয়ে কর' 7/12 সে সম্পদং মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্যধরনের উপায়, সেই সম্পদকে সংরক্ষণ করা সম্পদ উৎপাদন আবশ্যক। এই সংরক্ষনের বিকলপ হিসাবে আমরা ক্ষেত্র মিসাবে বিভিন্ন অপ্রচার অপ্রচলিত শক্তি (গৌরশক্তি, ব্যবহার বকরি তাহলে গঞ্জিত সম্পদের ব্যবজায় ও ভূতাপীয় শক্তি) ব অপচয় হ্রাস পেতে পারে।

5. Data collection & Analysis -

A

সম্পদের অসম ব্যবদার-সারণি-১ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে

ব্যবদায়মোগ্য বস্তু

উন্নত দেশ (%)

উন্নয়ন

খনিজ তেল

10

বিদ্যুৎ

82

18

কাঠ

85

15

মোটর গাড়ি

80

20

সামাজিক সুযোগ

83

17

বায়ুমন্ডলের কার্বন নিঃসরন

76

24



[Source: World Development Report, United Nations Report on the world Social situation]

উপরিকৃত তথ্য বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে-

খনিজ তেলের লর ব্যাপক ব্যবদার উন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে পৃথিবীতে -খনিজ তেলের চাহিদার মাঝে অপরিবর্তিত স্থাকলে বছরের মধ্যে পৃথি লে আগামী ৫০ পৃথিবীর সমস্ত খনিজ তেল নিঃশেষিত হয়ে যাবে। উন্নত দেশগুলিতে খনিজ তেল, বিদ্যুৎ, কামি, মোটরগাড়ি, সামাজিক সুযোগ সুবিধা উন্নয়নশীল দেশের হিলনাম অন্যতম কারন মূল অনেক বেশি উন্নতমানের প্রযুক্তির ব্যবহার। বেশি। এব স্বরূপ উন্নত দেশগুলিতে কার্বন নিঃসরনের পরিমী 8/12

Dominance of Fossil Fuel

সারনি-২, জ্বালানির উৎস এবং উপাদান -

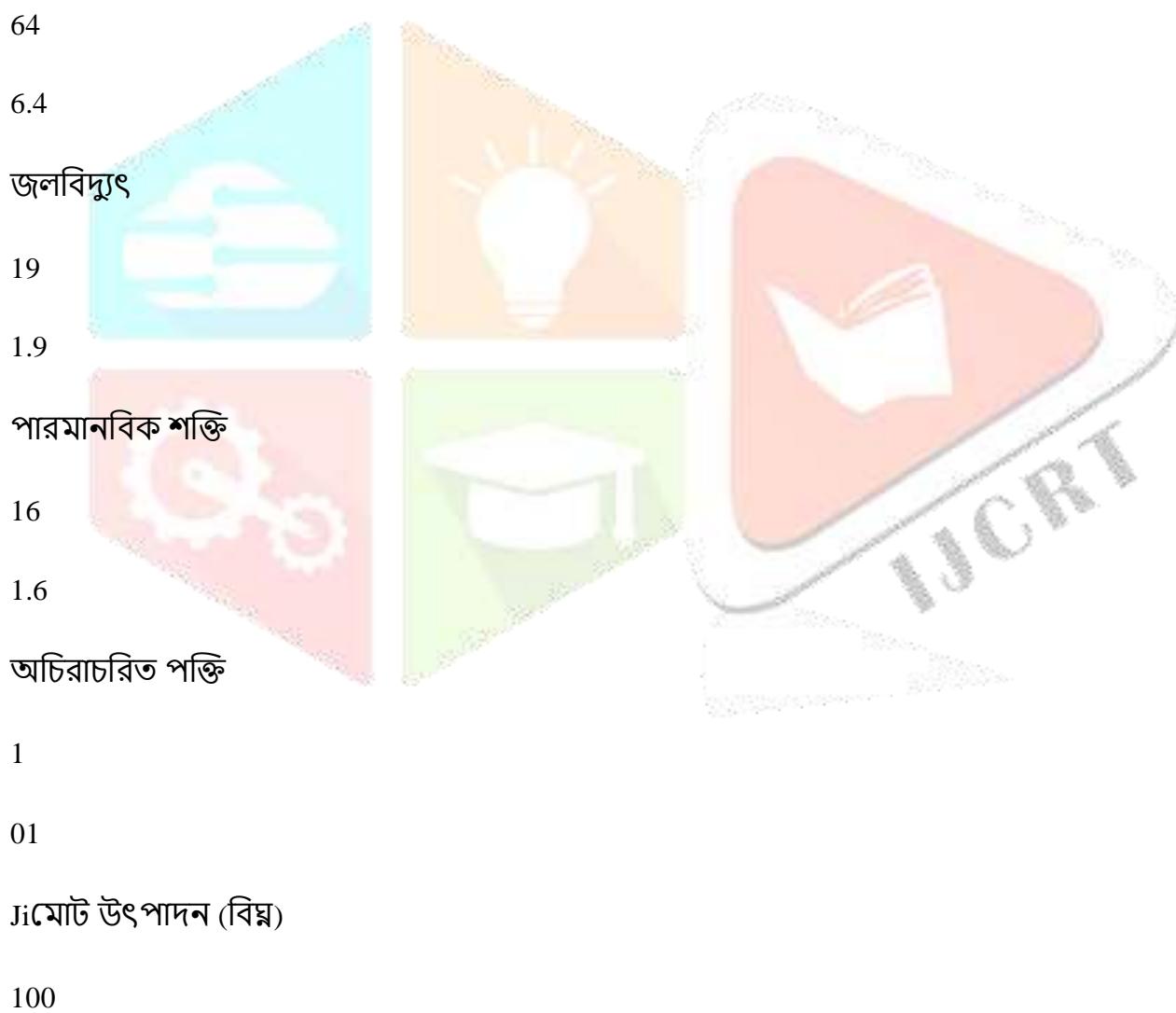
জ্বালানির উৎস

শতাংশ

Scale in

cm. (1cm=10%. Fuel)

তাপবিদ্যুৎ



[Source: UN. Energy statistics]

SIMPLE BAR GRAPH

SHOWING DISTRIBUTION OF FUEL

Fule in Percentage

20

Source

Fuel

Diminishing Resource-

প্রাকৃতিক

গ্যাস

2%

জেল ও সারমানবিক

5%

31%

খনিজ তেল

কমলা

43%

চিত্র: শক্তিসম্পদের তুলনামূলক ব্যবহার

Formula: Ratio in Resource x 360" Total in percentage

Ex:- $100 \times 360 = 18"$

আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পসভ্যতার ক্রমবিকাশে pie chart এ দেখা যাচ্ছে সে- সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য শক্তি সম্পদটি "হল খনিজ তেল (43%)। এটি সুস্পষ্ট যে ক্রমবর্ধমান শক্তি-সম্পদের তুলনামূলক ব্যবহারের ফলে সমগ্র বিশ্বে এক দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-রাজনৈতিক বির্বতনের জন্ম দিয়েছে। কমলা আর্দ্ধজাতিক সম্পর্ক আনও রাজনৈতিক হাতিয়ার জিসাবে বিবেচিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জেল পারমানবিক শক্তি ব্যনামায় আন্যান্য শক্তি সম্পদের তুলনায় নগন্য।

Scale:-

Inventional Scale

1 em tr

9/12

চিরাচরিত এবং অচিরাচরিত শক্তিশক্তিগুলির মধ্যে চিরাচরিত আশক্তি সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে বলা যেতেই পারে মে তাপবিদ্যৃৎ (64%), জেলবিদ্যৃৎ (19%), পারমানবিক শাক্তি (16%) ও অচিরাচরিত শক্তি (1%) গৃহীত হয়ে থাকে সারা বিশ্বে।

অপূর্ণভর পক্ষের ক্রিমহ্রাসমান ভোকারের রের পরিপ্রেক্ষিতে জোরাম-জ্বালানির প্রাধান্যকে নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে গবেশনা কাজ শুরু জন্মেছে এবিষয়ে।

6 Conclusion:

পৃথিবীতে বেঁচে আবার তাড়নায় 'মানুষের কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্যে' "হল পার্থিব সম্পদের ব্যবহার। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সেই দেশের সম্পদ বণ্টনের উপর নির্ভরশীল। ক্রমাগত তাৎপদ ব্যবসার ও অপচয় এর দ্বারা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারে সেলে দিচ্ছে। পরিবেশবিনাশের কথা মাথায় রেখে সর্বোচ্চ মারে উন্নয়নের বদলে ধীরনযোগ্য উন্নজনের গ্রহনযোগ্যতা আমাদের সমাজকে কল্যানকর আড়তার র্যামনা করে।

7. Reference/Biography~~~ /Bbiography

1. United Nations. (1987). Report of the world commission on Environment and Development: our common Future (The Brundtland Report). oxford University presss

২. অর্থনৈতিক ভূগোল ও সম্পদশাস্ত্রের পরিচয়-

অনীশ চট্টোপাধ্যায় T. D. Publication privet limited, পদল সংস্করণ 2017.

3. Netaji Subhas open university

<https://www.wbnsou.ac.in>. page-365. E.C.0-06; 37, Editor - Prof. Amarnath Sengupta.

A. Meadow, D.H. Meadows, D.L. Randers, J. & Blehnens w.w (1972). The limits to Growth: A Report for the club of Rome's project on the predicament of mankind. Universe Books.